ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৩৫ ● কলকাতা ● ০৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ২০ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পাকিস্তানের মুখোশ খুলতে কেন্দ্রীয় দল থেকে ইউসুফের নাম প্রত্যাহার কেন? ব্যাখ্যা দিলেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দরবারে সন্ত্রাসের প্রমাণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। সেই লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে সর্বদলীয় এক প্রতিনিধি দল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে সাংসদ, মুখপাত্রদের নিয়ে তৈরি এই দল বিভিন্ন দেশে ঘুরে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

বিকাশরঞ্জনকে হেনস্থা মামলায় কুণালের বিরুদ্ধে রুল জারি করল আদালত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর অবমাননা, আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিমকে হেনস্থার অভিযোগ মামলা। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। কুণাল ঘোষ-সহ বাকি ৭ জনের বিরুদ্ধেও রুল জারি করেছে আদালত। এই মামলায় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, 'এটা খুব সিরিয়াস বিষয়।তখন বিচারপতি কুণালের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, "যাই বলুন না কেন, কেন দেরি হল আদালত জানতে চায়।" তখন হেনস্থা হওয়া আইনজীবীদের তরফে আইনজীবী পার্থসারথী সেনগুপ্ত বলেন, "রুল ইস্যু করলেই দেখবেন সবাই আসছে। নাহলে কেউ গুরুত্ব দেয় না।" এরপরই বিচারপতি নির্দেশ দেন, "আমরা সবার বিরুদ্ধে রুল ইস্যু করছি। কারণ নির্দেশ কেউ মানেননি।" নিগৃহীত আইনজীবীদের আইনজীবী রিজু ঘোষাল সওয়াল করেন,

এরপর ৩ পাতায়

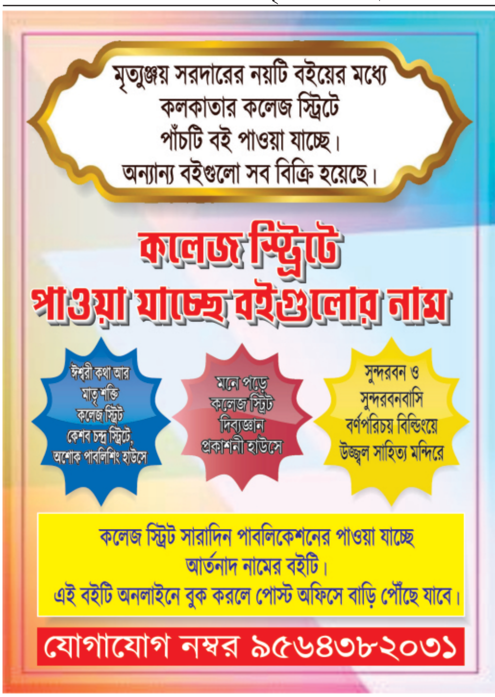

শিল্পোদ্যোগীদের উৎসাহ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের জন্য বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার উদ্যোগপতিদের উৎসাহ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অল্প পুঁজি দিয়েও পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যবসা বড় করা যায়। তার একাধিক উদাহরণ আছে। সেই প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আলুর চপ, বেগুনির দোকান দেখেছি।ছোট, ক্ষুদ্র শিল্পের দিকেও মুখ্যমন্ত্রী বরাবর নজর দিতে বলেছেন। তেলেভাজার দোকান করার বার্তা তিনি আগেও দিয়েছেন। যদিও সেই বিষয়ে বিরোধীরা বরাবর কটাক্ষ করেন। এদিন মঞ্চ থেকে সেই বিষয়ও উল্লেখ করেন মমতা। তিনি জানান, ছোট দোকান করতে বললে বিরোধীরা কটাক্ষ করেন। তিনি আরও বলেন, "আলুর চপ বেগুনির দোকান দেখেছি। ছোট দোকান চালিয়ে তিনতলা বাড়ি বানিয়েছে।" এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ কলকাতার একটি দোকানের কথাও উল্লেখ করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "উজ্জ্বলা সিনেমার ওখানে একটি চপের দোকান ছিল। আপনজন নাম। কত টাকা করেছেন জানেন? ভাবতেও পারবেন না।" অল্প পুঁজিতে পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যবসা দাঁড় করানো সম্ভব। সেই ইঙ্গিতও তাঁর কথায় উঠে এসেছে। শিল্পপতি, উদ্যোগপতিদের উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন করেন, "চায়ের দোকান, মোমোর দোকান ফাঁকা দেখেছেন কখনও?"ছোট দোকান চালিয়ে তিনতলা বাড়ি বানিয়েছে।"

উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে দুপুরে বিমানে বাগডোগরায় নামেন। এরপর শিলিগুড়ির দীনবন্ধু ভবনে বণিকসভার সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। উত্তরের জেলাগুলির বিভিন্ন বণিকসভার সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গে কীভাবে আরও শিল্প বাড়ানো যায়? রাজ্য সরকার উন্নয়ন ও শিল্প নিয়ে কী ভাবছে, সেই বিষয়ও উঠে আসে। পর্যটন শিল্পের দিকেও আরও নজর দিচ্ছে নবান্ন। আলোচনার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আলুর চপ বেগুনির দোকান দেখেছি। ছোট দোকান চালিয়ে তিনতলা বাড়ি বানিয়েছে। আমি দেখেছি, ঘরে ঘুগনি বানিয়েও পরিবার চালানো যায়।"

নিউ গড়িয়া থেকে একদল প্রতারক গ্রেপ্তার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন প্রতাপ মণ্ডলসহ একাধিক ব্যক্তি। চাকরির ব্যবস্থা, জায়গা-জমি সমস্যা, লোন প্রভৃতি নানা বিষয়ে সমাধানের ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে তিনি নিউ গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি অফিস খুলে বসেছিলেন। এখানে বসে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ। সিটিজেন রাইটস প্রোটেকশন কাউন্সিলের রাজ্য স্তরের অতিরিক্ত নির্দেশক বলে তিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন এবং নানা বিষয়ে টাকা তুলতেন বলে অভিযোগে প্রকাশ।

গত ১৮/০৭/২০২৪ তারিখ প্রতারিত ব্যক্তিদের মধ্যে কুলপির পার্থসারথি বর্মণের অভিযোগের ভিত্তিতে

এরপর ৩ পাতায়

'চাকরিগুলো কিন্তু আমাদের জন্য যায়নি', সাফ জবাব মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা: চাকরি ফেরাতে হবে, এই দাবিতে দিনের পর দিন বিকাশ ভবনের সামনে বসে রয়েছে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তারা দাবি করেছে, মুখ্যমন্ত্রীকে আসতে হবে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এ দিন মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, "আমি তো মিটিং করে বলেছিলাম যে আমরা রিভিউ আবেদন করব। আদালতের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়, একটা বাধ্য-বাধকতা থাকে।"

এদিন চাকরিহারা শিক্ষকদের অবস্থান বিক্ষোভ প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্লিজ আমায় এই বিষয় নিয়ে বলতে বলবেন না। ওদের প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। ছিল এবং থাকবে। আমি তো মিটিং করে বলেছিলাম যে আমরা রিভিউ আবেদন করব। আদালতের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়, একটা বাধ্য-বাধকতা থাকে। আমাদের দিক থেকে আমরা রিভিউ পিটিশন করেছি। যদি রিভিউ পিটিশন অ্যালাও করে, তবে ভাল কথা। কিন্তু কোর্ট যদি কোনও সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমরা মানতে বাধ্য। আমরা বলতে পারি না যে কোর্টের সিদ্ধান্ত মানব না। এখনও পর্যন্ত কারোর মাইনে বন্ধ হয়নি। এমনকী, গ্রুপ-সি যারা টাকা পাবে না, তাদের জন্যও বিশেষ স্কিম করে টাকা দেওয়া হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "আমার একটা জিনিস খারাপ লাগে, যারা উসকাচ্ছে, তারাই কিন্তু

এরপর ৫ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বিকাশরঞ্জনকে হেনস্থা মামলায় কুণালের বিরুদ্ধে রুল জারি করল আদালত

"সেদিনের ঘটনার সঙ্গে কুণাল ঘোষের লিঙ্ক রয়েছে।"

কুণাল ঘোষের তরফ থেকে আরও একটু সময় চাওয়া হয়। কুণাল ঘোষ বলেন, "আমার কিছু বলার রয়েছে।" তখন বিচারপতি বলেন, "না, আর সময় দেওয়া নয়। আজ এ পর্যন্তই থাক। আপনাকে তো জেলে পাঠাচ্ছি না, আমরা রুলের উত্তর চাই। বাকি ১৬ জনের বিরুদ্ধে আমরা রিপোর্ট দেখে সিদ্ধান্ত নেব।"আদালত নির্দেশের পরেও কেউ মানছে না।" আইনজীবীদের হেনস্থার ঘটনায় তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয় আলাদত। সোমবার কুণাল-সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে রুল জারির নির্দেশ দেয় বিশেষ বেঞ্চ।

সুপার নিউমারারি পোস্ট সংক্রান্ত মামলার শুনানি কেন দ্রুত হচ্ছে না,তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও আইনজীবী ফিরদৌস শামিমকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বিকাশের দুই জুনিয়র আইনজীবীদের জুতো দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য এবং স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপর এই ঘটনায় প্রধান বিচারপতিকে অভিযোগ জানানো মাত্রই তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মামলা গ্রহণ করেন। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের কয়েক জন আইনজীবী। তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে বলে স্থির করে দেন প্রধান বিচারপতি। এই বেঞ্চের সদস্যেরা হলেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। আগের শুনানিতে বিচারপতি এই ঘটনায় অভিযুক্তদের কাছে কারণ ব্যাখ্যা চেয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল। কিন্তু কারোর তরফেই কোনও উত্তর না মেলায় ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি।

সোমবারের শুনানিতে আদালতে হাজির ছিলেন কুণাল ঘোষ। ফৌজদারি আদালত অবমাননা হয়েছে বলে উত্তর চায় আদালত। সেই উত্তর অভিযুক্তরা কেউ দেয়নি। বিরক্ত হয়ে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে রুল জারি করে বিশেষ বেঞ্চ।

বিচারপতি এদিন প্রশ্ন করেন, " ২ মে নির্দেশ দেওয়া হয়, তারপরেও অভিযুক্তরা কেন কেউ মানেননি?" কুণাল ঘোষের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, "আমার বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা আছে। হলফনামা তৈরি করেছি। আমাদের কিছু সমস্যা থাকায় হয়নি।" কুণালের আইনজীবীর বক্তব্য, সেদিন ঘটনাস্থলে কুণাল ঘোষ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি একটি বৈদ্যুতিন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

(২ পাতার পর)

নিউ গড়িয়া থেকে একদল প্রতারক গ্রেপ্তার

সোনারপুর থানা ৯৮৬ নং মামলা শুরু করে। পরবর্তী কালে সঞ্চিতা মজুমদার, অতসী রায়, সন্ধ্যা ঘোষ প্রমুখ প্রতাপ মণ্ডল ও তার দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নথিভুক্ত করে। দীর্ঘ তদন্তের পর পুলিশ ১৭ মে মঙ্গল বেরা নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ১৮ মে প্রতাপ মণ্ডল সহ দাশু হালদার, অসিত কর্মকার, সুদীপ চাকরি প্রমুখকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ৫ দিনের জুডিশিয়াল কাস্টডির নির্দেশ দেন। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০/৪০৬/৫০৬/১৮২/৩৪ প্রভৃতি ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

পাকিস্তানের মুখোশ খুলতে কেন্দ্রীয় দল থেকে ইউসুফের নাম প্রত্যাহার কেন? ব্যাখ্যা দিলেন অভিষেক

বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের মুখোশ খোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত।দলের তরফে পরে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, "দেশের সুরক্ষার স্বার্থে কেন্দ্র যে পদক্ষেপ নেবে, রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে আমরা তা সমর্থন জানানোর নীতিতে বিশ্বাসী। বিদেশনীতি কেন্দ্রের বিষয়। কেন্দ্রই তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এক্ষেত্রে তৃণমূলের কোনও ভূমিকা নেই।" তবে এদিন অভিষেক আসল কারণ ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর কথায়, "কাউকে ছোট না করেই বলতে চাই, ওই প্রতিনিধি দলে এমন একজনের থাকা উচিত যিনি সবদিক থেকে দলকে ভরসা জোগাতে পারবেন। দলের কী নীতি, আভ্যন্তরীণ বিষয়, সর্বভারতীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা যিনি যথাযথভাবে দিতে পারবেন।"সেই দলে তৃণমূলের তরফে বহরমপুরের সাংসদ তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের নাম দিয়েছিল কেন্দ্র। এই মর্মে ইউসুফকে ফোন করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। কিন্তু পরদিনই তৃণমূলের তরফে ইউসুফের ওই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সফরের বিষয়টি নাকচ করে। এনিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। তবে সোমবার, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার কারণ ব্যাখ্যা করে দিলেন।

এনিয়ে অভিষেকের স্পষ্ট বক্তব্য, তৃণমূলের তরফে কোন প্রতিনিধি যাবেন, তা একমাত্র তৃণমূলই ঠিক করবে। বিজেপি তা ঠিক করার কে? ইউসুফকে এই দলে অন্তর্ভুক্ত করার আগে তৃণমূলের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর, মত অভিষেকের।সোমবার দিল্লি যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রশ্ন তোলেন, "পহেলগাঁও ইস্যুতে কেন্দ্রের সমস্ত পদক্ষেপের পাশে তৃণমূল থাকা সত্ত্বেও কীভাবে একবিন্দু আলোচনা না করে দলের প্রতিনিধির নাম ঠিক করল বিজেপি? দৌত্যর ক্ষেত্রে কে যাবে সেটা পার্টির সিদ্ধান্ত। এটা বিজেপি ঠিক করে দিতে পারে না। একজন চাইলে পাঁচ জনের নাম আমরা দেব। কিন্তু সেটা তো দলের সিদ্ধান্ত। মনে রাখবেন, তৃণমূলই একমাত্র দল, যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এই ইস্যুতে কেন্দ্রকে সবরকম সমর্থন জানিয়েছে স্রেফ জাতীয় সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে।"

শনিবার রাতে কিরেণ রিজিজু ফোনে ইউসুফ পাঠানকে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের বিদেশ সফরের বিষয়টি জানান। দিনক্ষণ জানিয়ে তৃণমূল সাংসদের কাছ থেকে পাসপোর্ট নম্বর-সহ নানা প্রয়োজনীয় তথ্যও নেন রিজিজু। কিন্তু পরদিনই তৃণমূল সূত্রে জানা যায়, ইউসুফ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পাক বিরোধী বিদেশ সফরে যাচ্ছেন না। তৃণমূলই তাঁর নাম প্রত্যাহার করেছে। তখনই গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত রাজ্যের শাসকদলের?

সম্পাদকীয়

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে আগ্রহ বাড়ছে বিদেশিদের

শোনা যাচ্ছে বিখ্যাত গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা ফোর্ডের বর্তমান উত্তরাধিকারী আলফ্রেড ফোর্ড দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র তিনি। আলফ্রেড খোঁজ নিচ্ছেন পুরীর মন্দিরের আদলে তৈরি জগন্নাথ দেবের দিঘার নতুন বাস কেমন হয়েছে!ফলে আগামিদিনে বঙ্গোপসাগরের তিরে পর্যটন ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলায় মায়াপুরে ইসকনের আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরে ইসকনের বহু ভক্তের সমাগম হয় বছরভর। ইসকন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁদের একটি বড় অংশ এবার দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। তাঁদের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস জানাচ্ছেন, এই প্রেক্ষিতেই ফোর্ডের উত্তরাধিকারী আলফ্রেড ফোর্ড দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। এই মার্কিনি প্রতি বছর ডিসেম্বর-জানুয়ারি নাগাদ ভারতবর্ষে কাটিয়ে যান। এবারও তাই আসার কথা। সেই সময়ই তাঁর দিঘায় আসার কথা বলে শোনা যাচ্ছে। বাংলা তো বটেই, ত্রিপুরা, বিহার বা ঝাড়খণ্ডের বহু মানুষ দিঘার জগন্নাথ মন্দির দর্শন ইতিমধ্যেই সেরে গিয়েছেন বলে জানাচ্ছেন রাধারমণ দাস। তাঁরা শুধু আসছেনই না, সকালে মন্দির খোলার এক ঘণ্টা আগে থেকে মন্দিরের বাইরে অপেক্ষা করছেন বলে জানাচ্ছে ইসকন কর্তৃপক্ষ।সেখানে কখন কত রকমের পুজো হয়, পুরীর মতোই কি সেখানে প্রহরে প্রহরে ভোগ হয়! সব শোনার পর এই মন্দিরে আসতে চেয়েছেন তিনি।

খবরটা চমকের তো বটেই, আনন্দেরও। কারণ এই সূত্রেই জানা গেল, আগামী ২৪ মে অন্তত ২০ জনের বিদেশি জগন্নাথ ভক্তদের একটি বড় দল আসতে চলেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে। জানা যাচ্ছে, এমন অসংখ্য বিদেশি ভক্ত জগন্নাথ মন্দির নিয়ে রোজ প্রতি মুহূর্তে খোঁজখবর শুরু করেছেন। তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য, জগন্নাথদেবের নতুন মন্দির ঘুরে দেখা। ইসকন এই মন্দিরের নিত্যপুজোর দায়িত্বে। ফলত, বিদেশ থেকে তাঁদের কাছেই এই মন্দির নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন বিদেশি জগন্নাথ ভক্তরা।

শুধু মন্দিরই নয়, আশপাশের হোটেল, ভাল-পরিচ্ছন্ন থাকার জায়গা সম্পর্কেও খোঁজখবর চলছে বিদেশ থেকেও। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস জানাচ্ছেন, পুরীর মন্দিরে বিদেশিরা যেতে পারেন না। কিন্তু পুরীর মন্দিরের আদলে তৈরি দিঘার বিরাট এই জগন্নাথ মন্দিরে সেসবের বাধা নেই। তাঁর কথায়, "মন্দিরের উদ্বোধনের পর থেকে রবিবার পর্যন্ত ২০ লক্ষ মানুষ এসেছেন প্রভু জগন্নাথকে দেখতে। তাঁদের মধ্যে প্রায় ১৯০ জন এমন ভক্ত আছেন, যাঁরা ১৫০ দেশের প্রতিনিধি।" দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত পাত্র পিটিআই-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, বিপুল পরিমাণে পর্যটক বাড়ছে দিঘায়। সবটাই প্রভু জগন্নাথের জন্য। মাথায় রাখতে হবে পরের মাসেই রথ। ফলে ওই সময়কে কেন্দ্র করে বঙ্গোপসাগরের তিরে আরও বেশি পর্যটক বা ভক্তদের সমাগম হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্য একটি সূত্রে খবর, দিঘায় এই পরিস্থিতিতে আরও বেশি করে পর্যটন ব্যবসায় লগ্নি আসতে পারে। তার জন্যও তথ্য-অনুসন্ধান চলছে বিভিন্ন মহলে। মন্দিরের কাছাকাছি থাকার জন্য পরিচ্ছন্ন, ভাল হোটেলের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বত্রিশতম পর্ব)

অপ্রিয়, তা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লেখ আছে। দেবী বলেছেন- যে সকল গৃহে গুরু, ঈশ্বর, পিতামাতা, আত্মীয়, অতিথি ও পিতৃলোক রুষ্ট হন সে সকল গৃহে আমি প্রবেশ করি না। আমি সে সকল গৃহে যেতে ঘৃণা বোধ করি, যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদী, সর্বদা কেবল নাই-নাই বলে, যারা দুর্বলচেতা এবং দুঃশীল, যারা সত্যহীন মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে, বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন, যে সকল পাপী সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ভয়গ্রস্ত শত্রুগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত, অতি কৃপণ, দীক্ষাহীন, শোকার্ত, মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন, স্ত্রী-বশীভূত, কুলটার পতি, দুর্বাক, কলহপরায়ণ, যারা ভগবানের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

অপারেশন অলিভিয়া : ওড়িশা উপকূলে ৬.৯৮ লক্ষ অলিভ রিডলে কচ্ছপকে রক্ষা করছে আইসিজি

নয়াদিল্লি, ১৯ মে , ২০২৫

সামুদ্রিক জীব সংরক্ষণে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড(আইসিজি) বা ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর বার্ষিক “অপারেশন অলিভিয়া” অভিযান ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে ওড়িশায় রুষিকুল্যা নদীমুখে বাসা বাঁধা রেকর্ড ৬.৯৮ লক্ষের বেশি অলিভ রিডলে কচ্ছপকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। প্রতি বছর নভেম্বর থেকে মে –তে এই অভিযান চলে। অপারেশন অলিভিয়া আইসিজির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যার লক্ষ্য অলিভ রিডলে কচ্ছপের জন্য সুরক্ষিত বাসা বাঁধার জায়গা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে গহিরমাথা এবং পার্শ্ববর্তী ওড়িশার উপকূল এলাকায়। যেখানে প্রতি বছর ৮ লক্ষের বেশি কচ্ছপ আসে। ওড়িশার রুষিকুল্যা নদীমুখে রেকর্ড সংখ্যক বাসা বাঁধা প্রমাণ করে কঠিন নজরদারী, আকাশপথে পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় লোককে যুক্ত করার মাধ্যমে বিরল প্রজাতির প্রাণী সুরক্ষায় আইসিজি-র লাগাতার প্রয়াস।

অপারেশন অলিভিয়ার সূচনাতে আইসিজি স্থলপথে ৫,৩৮৭ বারের বেশি টহল দিয়েছে এবং আকাশপথে পর্যবেক্ষণ করেছে ১,৭৬৮ বার। ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বেআইনি মাছ ধরা এবং প্রাণীদের জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টির আশঙ্কা। এই সময়কালে বেআইনি মাছ ধরায় যুক্ত ৩৬৬ টি নৌকো আটক করা হয়েছে। যা সামুদ্রিক জীবজগতের রক্ষায় আইসিজির কঠোর দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে। টার্টল এক্সক্লুডার ডিভাইস ব্যবহারে স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করে এবং এনজিওগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে স্থানীয়দের সঠিক মাছ ধরার উপায় এবং সংরক্ষণের শিক্ষা দিয়ে থাকে আইসিজি।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বর্তমান মন্দির ভবনটি অহোম রাজাদের রাজত্বকালে নির্মিত। তার মধ্যে প্রাচীন কোচ স্থাপত্যটি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ১৫৬৫ সাল নাগাদ কোচ রাজা চিলরায় মধ্যযুগীয় মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী অনুসারে মন্দিরটি পুনরায় নির্মাণ করে দেন ।**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঐতিহাসিক পদক্ষেপ – স্টোলিস্কার ১৯শ শতকের সংগ্রহ থেকে পারস্য মরুভূমির টিকটিকির প্রজাতি নির্ধারণ করলেন জেডএসআই'র বিজ্ঞানীরা

কলকাতা, ১৯ মে, ২০২৫

একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীবিন্যাসমূলক পদক্ষেপে- জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই)-এর বিজ্ঞানী শ্রী সুমিধ রায় এবং ডঃ প্রত্যুষ পি. মহাপাত্র, পারস্য দীর্ঘলেজবিশিষ্ট মরুভূমির টিকটিকির (মেসালিনা ওয়াটসোনানা) জন্য একটি প্রজাতি নির্ধারণ করেছেন, যা বিগত ১৫০ বছর ধরে চলা বিভ্রান্তির অবসান ঘটাল।

এই মরুভূমির টিকটিকিটির প্রথম বর্ণনা করেন ১৯ শতকের বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ ফার্দিনান্দ স্টলিস্কা। ১৮৭২ সালে সিন্দ অঞ্চল থেকে এই প্রাণীটির বিবরণ দেওয়া হলেও এটি দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের টিকটিকি সংক্রান্ত গবেষনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। তবে, এই প্রাণীটির দুই বা অধিক নমুনাগুলির মধ্যে থেকে যে কোন একটি প্রজাতির বর্ণনা কলকাতা, লন্ডন ও ভিয়েনার বিভিন্ন জাদুঘরে ছড়িয়ে থাকা নমুনার জন্যই দীর্ঘদিন ধরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক

নথি বিশ্লেষণ এবং আধুনিক জীববৈজ্ঞানিক নামকরণ বিধির অনুসরণ করে বিজ্ঞানীরা এখন জেডএসআই-তে সংরক্ষিত স্টোলিস্কার দেওয়া নমুনা ZSI-R-5050-কে এই প্রজাতির টিকটিকির নির্ধারিত ধরণ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এই সিদ্ধান্ত কেবল একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনা নয়—এটি স্টোলিস্কার পারস্য ও সিন্দ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নমুনাগুলির অমূল্য বৈজ্ঞানিক গুরুত্বকেও মহিমান্বিত করেছে। ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অভিযানে সংগৃহীত এই নমুনাগুলি ভারতীয় উপমহাদেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সরীসৃপদের বৈচিত্র্য নিয়ে প্রাথমিক ও পদ্ধতিগত গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

"স্টোলিস্কার সংগ্রহ আমাদের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর," বললেন জেডএসআই-এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি ব্যানার্জি। তিনি আর-ও জানালেন, "তাঁর সংগ্রহে থাকা বহু নমুনা আজও দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার সরীসৃপ শ্রেণিবিন্যাসে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই নামগুলিকে বৈধতা ও ভিত্তি দেওয়া শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক স্পষ্টতার জন্য নয়—এটি একটি আবিষ্কারের ঐতিহ্যকে সম্মান জানানোরও বিষয়।"

এই ধরণ নির্ধারণ ভবিষ্যতে মেসালিনার বিভিন্ন প্রজাতি চিহ্নিতকরণের গবেষণাকে আরও দৃঢ় করবে এবং আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসে ঐতিহাসিক সংগ্রহের গুরুত্বও আরও একবার প্রমাণ করবে। পাশাপাশি, এটি জেডএসআই-কে অমূল্য প্রাকৃতিক ইতিহাসের সংরক্ষক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

এই গবেষণাটি জুট্যাক্সা নামক আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(২ পাতার পর)

'চাকরিগুলো কিন্তু আমাদের জন্য যায়নি', সাফ জবাব মুখ্যমন্ত্রীর

এই মামলা করেছে। চাকরিগুলো কিন্তু আমাদের জন্য যায়নি। চাকরিগুলি যাদের জন্য যাওয়ার পথে, আমি তাদের বলব, এটা না করলেই পারতেন। যারা চাকরি খেয়েছেন, তারাই যদি আজকে স্বার্থরক্ষার গুরু হয়ে যায়, সেখানে আমার আপত্তি আছে। তাদের রাজ্য সরকারকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। আমি নিজে ওদের সঙ্গে মিটিং করেছি। শিক্ষকদের কাছ থেকে আমরা ন্যূনতম সম্মান, সৌজন্য প্রত্যাশা করি। রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে তারা সমাজকে সেবা করুক। বাচ্চাদের শিক্ষা দিক। সবাই সমান নয়, অনেকে কাজ করছেন।"

আন্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেই তিনি বলেন, "যারা আন্দোলন করছে, তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ নেই। আমার অভিযোগ একটাই, কাউকে আটকে রাখা যায় না। পথ আটকে মানুষের ক্ষতি করা যায় না। এতে বাইরের লোকেরা আছে, শিক্ষকের সংখ্যা কম। প্রেগন্যান্ট মহিলা, তাকে ১৪ ঘণ্টা-১৮ ঘণ্টা আটকে রাখা হচ্ছে। একজন পরীক্ষা দিতে এসেছেন, তাকে নামতে দেওয়া হয়নি। সে লাফ দিয়েছে, পায়ে চোট রয়েছে। মানবিকতাকে শ্রদ্ধা করলে তাকে ভালবাসা যায়, শ্রদ্ধা করা যায়। আন্দোলনের বিপক্ষে নই, কিন্তু আন্দোলনেরও একটা লক্ষ্মণরেখা আছে। আমি তো বলব, এখানে আন্দোলন না করে আইনি লড়াই করুন। আমরা সবরকমভাবে পাশে আছি। যে রাজনৈতিক দলগুলি সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের বলব, কোর্টে তো কেসটা আপনারা করেছিলেন, সেটা করা কি ঠিক ছিল?"

স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করে এবং এনজিওগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে স্থানীয়দের সঠিক মাছ ধরার উপায় এবং সংরক্ষণের শিক্ষা দিয়ে থাকে আইসিজি।

৮ মাসে ২৯ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার
ইউনূসের সংস্থার, বিস্ফোরক তথ্য বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসীন হয়েই দেশে লুটপাট শুরু করেছেন তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস ও তার ঘনিষ্ঠরা। প্রধান উপদেষ্টার ইন্ধনে দেশ থেকে বিদেশে হাজার-হাজার কোটি টাকা অর্থ পাচার শুরু করেছে বিএনপি ও জামায়াত ইসলামী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে, গত ৮ মাসে দেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে ৮৭, ৬৫৭ কোটি টাকা।ইউনূসের সংস্থা-সহ দেশের একাধিক সংস্থার বিদেশে অর্থ পাচার নিয়ে নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের গভর্নর আহসান মনসুর। তাঁর কথায়, 'শেখ হাসিনা জমানায় পাচার হওয়া অর্থ যখন দেশে ফেরানোর চেষ্টা চলছে তখন তদারকি সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা নতুন করে বিদেশে অর্থ পাচারের মতো জঘন্য কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশ লুটেরাদের হাত থেকে কবে মুক্তি পাবে তা কেউ জানে না।'আর ওই টাকার এক তৃতীয়াংশ্ পাচার করেছে তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা ইউনূসের মালিকানাধীন সংস্থা 'গ্রামীণ'। ওই সংস্থা পাচার করেছে ২৮ হাজার ৯১১ কোটি টাকা। বিদেশে অর্থ পাচারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মাল্টিমোড শিল্প গোষ্ঠীর কর্ণধার আবদুল আউয়াল মিন্টু। তার সংস্থা বিদেশে সরিয়েছে ১৩ হাজার ৯৮৬ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের এক পরিচালক জানিয়েছেন শেখ হাসিনা জমানায় যেমন আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠ শিল্প সংস্থা এস আলম, বসুন্ধরা, সিটি গ্রুপ, সামিট গ্রুপ বিদেশে লক্ষ-লক্ষ কোটি টাকা পাচার করেছে, বর্তমান সরকারের জমানাতেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। বিদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের নামে গত আট মাসে পাচার হয়েছে ৮৭ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইসলামী ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, ডাচ-বাংলা ব্যাঙ্ক, যমুনা ব্যাঙ্ক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাঙ্কের মতো বেসরকারি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ওই বিপুল অর্থ পাচার হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট বলছে, গত সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের মালিকানাধীন গ্রামীণ টেলিকম, গ্রামীণ সফটওয়্যার লিমিটেড , গ্রামীণ নিটওয়্যার লিমিটেড ২৮ হাজার ৯১১ কোটি টাকা পাচার করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স ও ইতালিতে ওই টাকা পাচার হয়েছে।। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় ইউনূসের দুই মেয়ে মণিকা ইউনূস ও দীনা আফরোজের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিক) নামে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি কেনা হয়েছে। অর্থ পাচারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিএনপি নেতা তথা মাল্টিমোড গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান পদ কাজে লাগিয়ে তিনি পাচার করেছেন ১৩ হাজার ৯৮৬ কোটি টাকা। সিঙ্গাপুরের এনএফএম এনার্জি ও আমেরিকার নিউ জার্সির এক সংস্থার নামে ওই বিপুল টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থ পাচারে তিন নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে কুখ্যাত রাজাকার ও ভূমিদস্যু হিসাবে পরিচিত নুরুল ইসলাম বাবুলের যমুনা গোষ্ঠী। ওই গোষ্ঠী শাহজালাল ইসলামী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দুবাই মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও কাতারে ১০ হাজার ১২৯ কোটি টাকা পাচার করেছে। শেখ হাসিনা উচ্ছেদ আন্দোলনে অর্থ ঢালা রূপায়ণ গোষ্ঠীর মালিক লিয়াকত আলি খান উত্তরা ও ডাচ-বাংলা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কানাডা, সুইডেন ও ডেনমার্কে ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি পাচার করেছে। এছাড়াও চট্টগ্রামের ইউনূস ব্রাদার্স, র‍্যাংগস গ্রুপ সহ আরও একাধিক সংস্থা বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে সরিয়েছে।

জেম প্ল্যাটফর্ম – এর বিষয়ে একটি নিবন্ধ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েলের জেম প্ল্যাটফর্ম – এর বিষয়ে লেখা নিবন্ধ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

শ্রী মোদী বলেছেন, "সরকারের স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ক্ষেত্রের সহযোগিতা পেয়েছে। @GeM_India সমাজের প্রান্তিক মানুষের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। লালফিতের ফাঁস থেকে তাঁদের রক্ষা করা হচ্ছে। তাঁরা বিপুল অর্থ সাশ্রয় করতে পারছেন"।

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েলের সামাজিক মাধ্যম এক্স – এ এক বার্তার প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, "সরকারের স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ক্ষেত্রের সহযোগিতা পেয়েছে। @GeM_India সমাজের প্রান্তিক মানুষের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। লালফিতের ফাঁস থেকে তাঁদের রক্ষা করা হচ্ছে। তাঁরা বিপুল অর্থ সাশ্রয় করতে পারছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @PiyushGoyal জেম প্ল্যাটফর্ম – এর বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। সকলকে এটি পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে"।

সিনেমার খবর

সিনেমা জগতের কাউকে বিয়ে করতে চাননি মাধুরীর স্বামী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মাধুরী দীক্ষিতকে বিয়ের আগে ড. শ্রীরাম নেনে জানতেনই না যে তিনি ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র তারকা। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে বড় হওয়া এবং হলিউডের অনেকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, তিনি সিনেমা জগতের কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে নেওয়ার ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না।

প্রায় এক দশক আগে একটি গুগল ফায়ারসাইড চ্যাটে ড. নেনে বলেন, "আমার পরিবার মুম্বাইয়ের, আমি মারাঠি বলতাম, কিন্তু হিন্দি জানতাম না। আমরা বড় হয়েছি হিন্দি সিনেমা না দেখেই। আমি ইউসিএলএ-তে পড়তাম এবং সেখানে হলিউড ইন্ডাস্ট্রির অনেককে চিকিৎসা সেবা দিতাম। খোলাখুলিভাবে বলছি, সিনেমা জগতের কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে চাইনি।"

তবে মাধুরীর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বদলে যায় তাঁর মনোভাব। নেনে বলেন, "তিনি অসাধারণ একজন মানুষ, খুবই সাধারণ মনের। আমাদের মানসিকতার সঙ্গে ভালোভাবে মিলে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখনই সিদ্ধান্ত নিই মাধুরীর সঙ্গে দেখা করব।

প্রথম সাক্ষাতেই মাধুরীর নম্রতায় মুগ্ধ হন ড. নেনে। তিনি বলেন, "আমি জানতাম না তিনি কে। পরে বুঝলাম, সবার মতো তিনিও একজন মানুষ। তিনি আরও বলেন, "আমি ওর যে দিকটা সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলাম, তা হলো—ও খুব সাধারণ, সৎ। যা এই ইন্ডাস্ট্রিতে সবসময় পাওয়া যায় না।"

এই কথায় মাধুরী হেসে বলেন, "ও জানতই না, কী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে।"

১৯৯৯ সালে বিয়ের পর মাধুরী যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান, যেখানে কিছুদিন বসবাসের পর ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি আবার সিনেমায় ফিরে আসেন। ২০১১ সালে ড. নেনে মাধুরীকে নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন এবং বর্তমানে তাঁরা ভারতেই বাস করছেন।

ভারতে ফিরে আসার পরের জীবন নিয়ে মাধুরী বলেন, "সবকিছু আবার একদম শুরু থেকে শুরু করতে হয়েছিল। কোথায় যাওয়া যাবে, কোথায় যাওয়া যাবে না—সব কিছুই এখন বেছে নিতে হয়। আমি চেষ্টা করি, তবে ডেনভারে যে স্বাধীনতা ছিল, এখানে তা একটু আলাদা। আমি কখনো টুপি পরে, কখনো বড় সানগ্লাস পরে বের হই—ভাবি, হয়তো এটা ভালো ছদ্মবেশ। কিন্তু এরপরেই কেউ এসে ফিসফিস করে বলে, 'একটা অটোগ্রাফ দিবেন?'"

মাধুরী দীক্ষিতকে সর্বশেষ দেখা গেছে 'ভুল ভুলাইয়া ৩' সিনেমায়, যেখানে প্রধান চরিত্রে ছিলেন কার্তিক আরিয়ান।

১০০ কোটির ঘরে 'রেইড ২'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আবারও বক্স অফিসে অজয় দেবগনের ম্যাজিক। তার সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত 'রেইড ২' বেশ সাড়া ফেলেছে দর্শকদের মাঝে। মুক্তির ৯ দিনে ভারতীয় বক্স অফিসে একশ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছে সিনেমাটি।

বাণিজ্য ওয়েবসাইট স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, 'রেইড ২' প্রথম সপ্তাহে ৯৫.৭৫ কোটি আয় করেছিল ভারতীয় বক্স অফিসে।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শুক্রবার আয় তুলে নেয় ৫ কোটি। যার ফলে ১০০ কোটির গণ্ডি পার করে ফেলে অজয়ের 'রেইড ২'। শনিবার সিনেমাটির আয় ২ কোটির বেশি। বর্তমানে ভারতীয় বক্স অফিসে এর মোট আয় ১০২ কোটি টাকা।

মুক্তির প্রথম দিন বক্স অফিসে

১৯.২৫ কোটি আয় দিয়ে যাত্রা শুরু করে সিনেমাটি। যা ২০২২ সালে অজয়ের 'দৃশ্যম ২'-এর চেয়ে বেশি আয় দিয়ে শুরু বক্স অফিসে। 'দৃশ্যম ২' প্রথম দিনে আয় করেছিল ১৫.৩৮ কোটি।

সাম্প্রতিক সময়ে অজয়ের 'ময়দান' মাত্র ৭ কোটি আয় করে প্রথম দিন। তবে গত বছর 'সিংহাম এগেইন' প্রথম দিন আয় তুলে নেয় ৪৩ কোটি। এ বছর 'রেইড ২' অজয়ের সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমা এখন পর্যন্ত।

'রেইড'-এর প্রথম কিস্তির মতো দ্বিতীয় কিস্তিও সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি। এতে অজয় দেবগন আবারও সৎ ইনকাম ট্যাক্স অফিসার অময় পট্টনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। যিনি এবার একজন শক্তিশালী ও দাপুটে রাজনীতিবিদ দাদা মনোহর ভাইয়ের দুর্গে অভিযান চালান। অতি ধুরন্ধর দাদাভাইকে নিজের বুদ্ধি ও সততার জালে ধরাশায়ী করেন অজয়। রীতেশ দেশমুখ এতে দাদা মনোহর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। নেতিবাচক এই চরিত্রে বেশ চমৎকার পারফরম করেছেন রীতেশ। অন্যদিকে, বাণী কাপুর অজয় দেবগনের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যিনি প্রতিটি মোড়ে তার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছেন।

অভিনেতা না সৈনিক? বলিউডে আসার আগে সেনাবাহিনীতে ছিলেন যাঁরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

'অপারেশন সিঁদুর' চলচ্চিত্রের পরিচালনার পর ভারতের সেনাবাহিনীর প্রশংসায় মেতেছে বলিউড। তবে শুধু ছবিতে সেনা চরিত্রে অভিনয় নয়, বাস্তব জীবনেও সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন বলিউডের কিছু তারকা। তাদের সম্পর্কে অনেকেই জানেন না।

নানা পাটেকার—'ক্রান্তিবীর', 'প্রহার'-এর মতো ছবিতে দর্শকদের মুগ্ধ করা এই অভিনেতা শুধু পর্দায় নয়, বাস্তব জীবনেও সেনাবাহিনীতে ছিলেন। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

'থ্রি ইডিয়টস'-এ সেই অধ্যাপক—মনে আছে যিনি আমির খানের কাছে "মেশিন" শব্দের সংজ্ঞা জানতে চেয়েছিলেন? তার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অচ্যুত পোতদার। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন। সেনাবাহিনীতে দীর্ঘদিন কাজ করার পর তিনি চলচ্চিত্রে আসেন।

আনন্দ বক্সি—বলিউডের প্রখ্যাত গীতিকার, যিনি 'অমর আকবর অ্যান্টনি', 'শোলে', 'অমর প্রেম'-এর মতো বহু ছবিতে গান লিখেছেন। সিনেমায় নাম লেখানোর আগে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে দীর্ঘদিন চাকরি করেছিলেন।

ভারতীয় সিনেমায় সেনাবাহিনীর বীরত্বগাথা বহুবার চিত্রিত হলেও, এই কজন শিল্পী ছিলেন যাঁরা বাস্তবেই সৈনিক ছিলেন এবং পরে সিনেমার মাধ্যমে সেই অভিজ্ঞতা পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

আইপিএল

তিন দলের প্লে-অফ নিশ্চিত, চতুর্থ স্থান নিয়ে জমজমাট লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চলতি আইপিএল মৌসুমে উত্তেজনা পৌঁছেছে চরমে। দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচের পরে প্লে-অফে পৌঁছে গেছে প্রথম তিনটি দল—গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংস। এখন নজর চতুর্থ প্লে-অফ জায়গার জন্য চলা লড়াইয়ের দিকে, যেখানে এগিয়ে রয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালস।

রবিবার দিল্লির বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে বিশাল জয় পেয়েছে গুজরাট টাইটান্স। ২০০ রানের বিশাল লক্ষ্য অনায়াসেই তাড়া করে ফেলে তারা। এই জয়ের ফলে ১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছে শুবমান গিলের দল এবং প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে তারা।

পাশাপাশি, গুজরাটের জয়ের পর স্পষ্ট হয়েছে প্লে-অফের প্রথম তিন দলের নাম। ১৭ পয়েন্ট করে নিয়ে পাঞ্জাব কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে। নেট রান রেটে এগিয়ে থেকে বেঙ্গালুরু রয়েছে দুই নম্বরে এবং পাঞ্জাব তিন নম্বরে। এই দুই দলের সামনে এখনও দুটি করে ম্যাচ বাকি, তবে তাতে হারলেও প্লে-অফে তাদের জায়গা নিশ্চিত।

এদিকে, ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে রয়েছে মুম্বাই। শেষ দুই ম্যাচে জয় পেলে তারা ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সরাসরি প্লে-অফে পৌঁছে যাবে। তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ দিল্লি ও পাঞ্জাব দুই শক্তিশালী দল।

অপরদিকে, ১২ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে দিল্লি। শেষ দুই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ মুম্বাই ও পাঞ্জাব। দুটি ম্যাচেই জয় পেতে হবে, তাহলেই ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তারা কোয়ালিফাই করতে পারবে। একটিতেও হার মানেই প্লে-অফ স্বপ্ন শেষ।

অর্থাৎ, মুম্বাই বনাম দিল্লি ম্যাচ হয়ে উঠছে প্লে-অফে যাওয়ার অলিখিত নকআউট ম্যাচ। এই ম্যাচেই নির্ধারিত হতে পারে কে যাচ্ছে চতুর্থ দল হিসেবে শেষ চারে।

এছাড়াও, লখনৌ সুপার জায়ান্টস এখন ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে। প্লে-অফে যেতে হলে তাদের শেষ তিন ম্যাচেই জয় পেতে হবে (প্রতিপক্ষ: হায়দরাবাদ, গুজরাট ও বেঙ্গালুরু)। তাও যথেষ্ট নয়—তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যান্য ম্যাচের ফল এবং নেট রান রেটের দিকেও। বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, লখনৌয়ের প্লে-অফ সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ।

‘আলোন্সোর জন্য আনচেলত্তির দুয়ার খোলা’

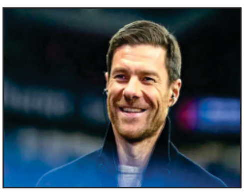

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্বে নিজের সময়টা ভালো না কাটলেও ক্লাবটির প্রতি ভালোবাসা অটুট কার্লো আনচেলত্তির। চলতি মৌসুমে শিরোপা-শূন্য থাকার শঙ্কায় থাকা রেয়ালের কোচিং প্যানেলে আসতে পারে বড় পরিবর্তন। ক্লাবটির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কোচ হিসেবে জোর আলোচনা চলছে শাবি আলোন্সোর নাম।

আলোন্সোর প্রশংসায় ইতালিয়ান কোচ বলেন, “সে বায়ার লেভারকুজেন ছাড়ছে, এটা আমি শুনেছি। সে অসাধারণ কাজ করেছে এবং তার জন্য রেয়ালের দরজা সবসময় খোলা। কারণ, সে ইতোমধ্যেই নিজেকে বিশ্বের সেরা কোচদের একজন হিসেবে প্রমাণ করেছে।”

বর্তমানে রিয়ালে দ্বিতীয় মেয়াদে কোচ হিসেবে আছেন আনচেলত্তি। যদিও মৌসুমে তিনবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে হার এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়ের পর তার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

শুক্রবার আলোন্সো জানিয়েছেন, বুন্ডেসলিগার চলতি মৌসুমের শেষ দুই ম্যাচ শেষে লেভারকুজেন ছাড়বেন তিনি। এরপর থেকেই জোরালো হয়েছে গুঞ্জন—আনচেলত্তির স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন আলোন্সো।

রিয়ালের সঙ্গে নিজের আবেগের সম্পর্কের কথাও জানান আনচেলত্তি, “এই ক্লাবের সঙ্গে আমার হানিমুন কখনোই শেষ হয় না। যেমনটি মিলানের সঙ্গেও ছিল। এখানে কাটানো সময় ও সম্পর্কগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে। চাপ কমে গেলে ভালোবাসা আরও বেড়ে যায়। রিয়ালের সঙ্গে আমার হানিমুন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলবে।”

তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও ধারণা করা হচ্ছে, মৌসুম শেষে আনচেলত্তির বিদায় নিশ্চিত—আর তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আলোন্সোকে নিয়েই রিয়াল ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করছে।

টেস্ট অবসর নিয়ে অনড় কোহলি, চাপে বিসিসিআই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের অন্যতম সফল ব্যাটার বিরাট কোহলি নাকি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে যাচ্ছেন। যদিও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ সামনে রেখে বিসিসিআই কোহলিকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছে, তবে এখনো পর্যন্ত তাঁর পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি। বরং বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, অভিজ্ঞ এই ব্যাটার তাঁর অবস্থানে অনড়। এমনটাই দাবি করেছে ভারতের গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া।

বিশ্বস্ত সূত্রের বরাতে টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দুই সপ্তাহ আগে নির্বাচকদের অবসরের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করেছেন কোহলি। তাঁর বক্তব্য ছিল পরিষ্কার—টেস্ট ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চান তিনি।

এদিকে রোহিত শর্মাও যদি টেস্ট থেকে অবসর নেন, তাহলে ভারতের টেস্ট দল পড়বে অভিজ্ঞতার সংকটে—এমন আশঙ্কাই করছে বোর্ড। ইংল্যান্ড সফরের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে কোহলির অনুপস্থিতিতে

ভারতের মিডল অর্ডারে অভিজ্ঞতার বড় ঘাটতি দেখা দিতে পারে। শুভমান গিলকে অধিনায়ক হিসেবে ভাবা হলেও, ব্যাটিংয়ের চার নম্বর পজিশনে উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে পাওয়া এখন নির্বাচকদের বড় চ্যালেঞ্জ।

শ্রেয়াস আইয়ার অথবা করুণ নায়ার হতে পারেন সম্ভাব্য বিকল্প। তবে টেস্ট ম্যাচে অভিজ্ঞতার অভাব তাদের প্রস্তুতির যথেষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

বিসিসিআই এখনো আশা করছে, চূড়ান্ত দল ঘোষণার আগে কোহলি তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন। টেস্টে তাঁর ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও, ড্রেসিংরুমে তাঁর উপস্থিতি ও অভিজ্ঞতা দলের জন্য অমূল্য সম্পদ—এটি মানছেন অনেকেই।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR